গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ

এবং

সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৬ - জুন ৩০, ২০১৭

বাংলাদেশ পুলিশের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

Overview of the Performance of Bangladesh Police

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণকল্পে কাজ করে থাকে। সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে বাংলাদেশ পুলিশের দায়িত্ব পালনের ফলশ্রুতিতে ০৫ জানুয়ারি ২০১৪ খ্রি. তারিখে ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৯ম ও ১০ম জাতীয় সংসদের একাধিক আসনের উপ-নির্বাচন, বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পরবর্তীতের একাধিক পর্যায়ে ৪র্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও সাম্প্রতিক (২০১৬ সালে) ০৬টি ধাপে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রায় কার্যকরের আগে ও পরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচী, পেট্রোল বোমা হামলা ও সন্ত্রাস দমনে এবং দেশে নতুন নতুন জঙ্গী সংগঠনের তথ্য উদঘাটন, জঙ্গী সদস্যদের গ্রেফতার ও সাঁড়াশি অভিযানের মাধ্যমে দেশব্যাপী জঙ্গী কর্মকান্ড নস্যাৎ করতে বাংলাদেশ পুলিশ সফল হয়েছে। বাংলাদেশে একটি জনবান্ধব পুলিশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম বেগবান করা হয়েছে। চলমান কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশ জনগণের মিথস্ক্রিয়ার ফলে পুলিশের কাজে জনগণের আস্থা, অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশ জাতিসংঘ মিশনসমূহে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশেষ করে শান্তিরক্ষা মিশনে নারী পুলিশ সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করেছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচ এর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করে বিশ্ব মহলে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশংসিত হয়েছে। কাউন্টার টেরোরিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (CT&TCU) নামক নতুন একটি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশ ও অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশের মধ্যে Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation সংক্রান্তে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিগত ৩ বছরে বিভিন্ন পদবীর ১৭,৫৪০ টি পদ সৃজন করে বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে নৌ পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, ময়মনসিংহ রেঞ্জ এবং র‍্যাবের ২টি নতুন ব্যাটালিয়ন যুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের সকল ইউনিটের জন্য পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে CDMS নামে একটি ডিজিটাল ও ওয়েব বেইজড তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলা হয়েছে যার ফলে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৪ লক্ষাধিক মামলা এবং ৫০ লক্ষাধিক ব্যক্তি সম্পর্কিত তথ্য এন্ট্রি করা হয়েছে। CDMS এর মাধ্যমে এন্ট্রিকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে যে কোন তথ্য সহজে পাওয়া যায়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

বাংলাদেশ পুলিশের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংঘটিত সাইবার ক্রাইম দমন, কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম জোরদার, জঙ্গী বিরোধী পুলিশী কার্যক্রম জোরদার এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি অন্যতম। জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশের বড় সমস্যা হলো অপর্যাপ্ত জনবল ও লজিস্টিকস্ সাপোর্ট। নারী ও শিশু বান্ধব এবং জেন্ডার সংবেদনশীল পুলিশিং কার্যক্রম সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক নারী পুলিশ নিয়োগ করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও পুলিশের অনুপাত অন্যূন ৫০০ঃ১ এ নামিয়ে জনগণের দ্বারপ্রান্তে পুলিশের সেবা পৌঁছে দেয়া।
- রংপুর, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও কুমিল্লা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং পুলিশ এভিয়েশন ইউনিট গঠন করা ।
- জবানবন্দিভিত্তিক তদন্তের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক তদন্তের মাধ্যমে অপরাধ উদঘাটন করা। NID এর তথ্য ভান্ডার ব্যবহার করে অপরাধী সনাক্ত করা ও অপরাধ ভীতি হ্রাসকল্পে জনগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা।
- পুলিশের অপারেশনাল ইউনিটসমূহে AFIS এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- বাংলাদেশ পুলিশের সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধি এবং যুগোপযোগী ও প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি।
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ব্যক্তি নিরাপত্তায় অত্যাধুনিক এন্টি-রায়ট ও সুইপিং ইকুইপমেন্ট সংযোজন।
- আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম সংযোজনের ফলে বিজ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তি নির্ভর তদন্ত কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।
- সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, সড়ক ও মহাসড়কে সংঘটিত অপরাধসহ মাদক সংক্রান্ত অপরাধ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন।

উপক্রমণিকা (Preamble)

আমি এ কে এম শহীদুল হক, বিপিএম, পিপিএম, ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে, ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

২৯. ০৬. ২০১৬

তারিখ

(এ কে এম শহীদুল হক, বিপিএম, পিপিএম)
ইন্সপেক্টর জেনারেল,
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।

২৯. ৬. ২০১৬

তারিখ

(ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান)
সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশ পুলিশ এর রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১ রূপকল্প (Vision) ঃ

বিশ্বাস ও আস্থাভাজন, যোগ্য, দক্ষ, নিবেদিত ও পেশাদার পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাসযোগ্য, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশ আইন প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ ভীতি হ্রাস, জননিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ঃ

১.৩.১ বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত উদ্দেশ্য ঃ

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকরণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

(ক) দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
(খ) উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন।
(গ) দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
(ঘ) তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
(ঙ) আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

১.৪ কার্যাবলি (Function) ঃ

১। গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদান, তদন্ত, ভেরিফিকেশন, জন শৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা এবং আদালতে রাষ্ট্রপক্ষকে সহায়তা প্রদান।
২। নিরাপত্তা পেট্রোল, ভিভিআইপি/ভিআইপি ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাসহ জাতীয় ও ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান।
৩। কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম, ওপেন হাউজ ডে ও অপরাধ বিরোধী জনসংযোগ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
৪। প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাড়ানো।
৫। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার ও উইমেন হেল্প ডেস্ক এর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের সেবা প্রদান।
৬। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন।
৭। ইন্টারপোল ও সার্কপোল এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সহায়তাকরণ।
৮। মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা।
৯। যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার ভিকটিম ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা বিধান।